গাংনীর কাজিপুর সীমান্তে ১২ লাখ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুরের মাঠপাড়া নামক এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ০৮ বোতল ভারতীয় মদ, ৪,০০০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাজিপুরের মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব মালামাল উদ্ধার করা হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তির সূত্রে জানা গেছে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ মাঠপাড়া থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ০৮ বোতল ভারতীয় মদ, ৪,০০০ পিস সাইপ্রোহেপ্টাডিন উদ্ধার করা হয় যার আনুমানিক মূল্য ১২,১২,০০০ টাকা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সীমান্ত এলাকায় মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, অবৈধ পারাপারসহ সকল প্রকার সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে নিয়মিতভাবে গোয়েন্দা তৎপরতা ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবির এ ধরনের অভিযান ও কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সাবেক মেয়র মতুসহ সাত জনকে খালাসের আদেশ কেন অসাংবিধানিক নয়

রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া সংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের আদেশ কেন অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত মঙ্গলবার এ রুল দেন।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের একাধিক ধারা [৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১ (২) ধারা] এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় সাতজনকে খালাস দিয়ে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের দেওয়া আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়। রিটটি করেন মোহা. মাহাবুবুর রহমান ওরফে মাহাবুব চান্দু, যিনি বাদী হয়ে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। রিট আবেদনকারী মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বলে রিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে প্রেক্ষাপটে রিট ও ট্রাইব্যুনালের আদেশ

রিট থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(গ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫] সাতজনের বিরুদ্ধে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট মামলা করেন মাহাবুবুর রহমান। ওই আইনের ২৫(২)/২৯(১) ধারার অধীনে আসামিদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দেন তদন্ত কর্মকর্তা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয় উল্লেখ করে রিটে বলা হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৫৯(২) ধারা অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অনিষ্পন্ন মামলাগুলো এমনভাবে পরিচালিত হবে, যেন ওই আইনটি (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন) রহিত করা হয়নি। ২০২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনাল সাতজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ আমলে নেন।

রিট আবেদনকারীপক্ষ জানায়, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাইবার নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারার ভাষ্য, রহিতকরণের আগে ওই আইনের কয়েকটি ধারা [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪] এবং ওই ধারাগুলোতে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য

কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর অধ্যাদেশে সংশোধনী আনা হয়। তাতে ৫০(৪) উপধারার পর সন্নিবেশিত হয় উপধারা (৪ক)। এই উপধারার ভাষ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১] বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রিট আবেদন থেকে জানা যায়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর রাষ্ট্রপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ক ধারায় ওই মামলাটি (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মাহাবুবুর রহমানের দায়ের করা) প্রত্যাহারের আবেদন করে। এই আবেদন মঞ্জুর করে ২০২৫ সালের ১৯ জুন আদেশ দেন খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক।

আদেশের ভাষ্য, অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায় নিষ্পন্ন–অনিষ্পন্ন সব মামলার কার্যক্রম বাতিল করা হয়। এ অবস্থায় আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারা, যা পরবর্তী সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায়ও উল্লেখ করা হয়। ওই অপরাধে গৃহীত কার্যক্রম ২০২৫ সালের আদেশ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য। আসামিদের খালাস দেওয়া হলো।

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা

২০২৫ সালের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা এবং খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে গত মার্চে রিটটি করেন মাহাবুবুর রহমান। এদিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত করে বর্তমান সরকারের আমলে গত ১০ এপ্রিল সাইবার সুরক্ষা আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত হওয়ায় সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১
(২) ধারার বৈধতা নিয়ে সম্পূরক আবেদন দাখিল করেন রিট আবেদনকারী। রিট আবেদনটি নিয়ে গতকাল আদালতে শুনানি হয়।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ ও শিহাব উদ্দিন খান।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ও সাইবার সুরক্ষা আইনে উল্লেখিত চলমান মামলার কার্যক্রম বাতিল করা সম্পর্কিত বিধানগুলো একই ধরনের বলে জানান আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। তিনি বলেন, ‘রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন–২০১৮ অধীন সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন রিট আবেদনকারী। ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়। ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনটি রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন–২০২৩–এর কিছু কিছু ধারা বাতিল ও কিছু কিছু ধারার মামলা চলমান থাকবে বলা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলোর বিষয়ে বলা হয়নি।’

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চলমান মামলা বাতিলের বিধান যুক্ত করা হয় উল্লেখ করে আইনজীবী নাজমুল হুদা বলেন, অথচ এর আগেই রিট আবেদনকারীর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন ২০২৫ সালের ১৯ জুন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া হয়। অধ্যাদেশে উল্লেখ নেই, অথচ এর বরাতে চলমান মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ আইনসম্মত নয়। যে কারণে অধ্যাদেশ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং মামলা প্রত্যাহার—সাতজনকে খালাসসংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে রিটটি করা হলে আদালত ওই রুল দেন। একই সঙ্গে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১
(২) ধারা প্রশ্নেও রুল দেওয়া হয়েছে।

রিটকারী মাহাবুব চান্দু প্রতিক্রিয়া বলেন, “খুলনার বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে আসামিদের খালাস করে দেওয়ায় আমি উচ্চ আদালতের শরনাপন্ন হয়। উচ্চ আদালত আমার রিট আমলে নিয়ে রুল জারি করেছেন। আমি আশা করি মামলাটি পুনরায় চালু হবে এবং ন্যায় বিচারের পথ তৈরি হবে।”

ঘটনার সূত্রপাত যেভাবে

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক

মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছিলেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কনিকা বিশ্বাস পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে তদন্তের আদেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের পার্টনার শামীম হাসান সোহাগ, সহযোগী তোহিদুল ইসলাম লিয়ন, শোমিক ব্রো ও এস.এম. মেহেরাব হোসেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মামলাটি করা হয়েছিলো। এর আগে বাদী মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করলে আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে প্রথমে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। পরে মামলাটি নথিজাত করা হয়। বাদী ন্যায়বিচারের স্বার্থে খুলনা বিভাগীয় সাইবার ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদী মাহাবুব চান্দু ২০ বছর ধরে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সুনামের সঙ্গে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার সুনাম রয়েছে। তার প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছে এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধানমূলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

এজাহারে অভিযোগ করা হয়, আসামি মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকায় তিনি বিষয়টি

জানতে পেরে ক্ষিপ্ত হন। এরপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক দুপুর ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইল ফোনে হুমকি দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়, যার নম্বর ১৩৯১।

পরবর্তীতে আসামি মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামি সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে বাদীর নামে একটি চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখিয়ে থানায় জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিকের আইডি থেকে পোস্ট করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুক আইডিতে ‘নামধারী সাংবাদিক’ লিখে পোস্টটি শেয়ার করেন।

এজাহারে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামি তোহিদুল ইসলাম লিয়ন বাদী সম্পর্কে বিভিন্ন মানহানিকর মন্তব্য করেন। তিনি বাদীকে ‘জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে’ বলেও মন্তব্য করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসামি শোমিক ব্রো একটি মন্তব্যে বাদীকে শারীরিকভাবে আঘাত করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আসামি শামীম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি ওই বিষয়টি শেয়ার ও লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছেন বলেও এজাহারে দাবি করা হয়েছে।

আসামিরা একই বিষয় একাধিকবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে বাদী অভিযোগ করেন।

আসামি মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল ‘মেহেরপুর নিউজ ডটকম’-এর ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর অভিযোগটি লাইভ প্রচার করেন এবং নিজের ফেসবুক আইডিতেও শেয়ার করে তা ছড়িয়ে দেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাদীর অভিযোগ, আসামিরা মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিকতার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা

মেহেরপুরে বিএফএফ-সমকাল জাতীয় স্কুল বিজ্ঞান বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে প্রতিযোগিতার কার্যক্রম শুরু হয়ে বেলা আড়াইটায় শেষ হয়। মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে এ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শেষে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় (গাংনী) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্সআপ হয়েছে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ। জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইলমা বিনতে আরিফ শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন। চ্যাম্পিয়ন দলের অপর দুই বিতার্কিক হলেন মোছা. সুবর্ণা খাতুন ও মোছা. রজনী আক্তার রিম্পা।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (অব.) মো. এনামুল আযীম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. সাজ্জাদুজ্জামান এবং এস.এম. জোহা কলেজের শিক্ষক মোহা. মখলেচুর রহমান।

নকআউট ভিত্তিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ অংশ নেয়।

মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফাইনালে ওঠে। পরে ফাইনালে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় (গাংনী) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সনদ এবং বিজয়ী দল,

রানার্সআপ দল, বিচারক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্রেস্ট ও বিশেষ উপহার দেওয়া হয়।

সমকাল সুহৃদ সমাবেশের সদস্য, বিশিষ্ট বিতার্কিক ও আবৃত্তিকার অনিক হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিদ্যালয়গুলোর একজন করে সমন্বয়কারী শিক্ষক, অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা, সুহৃদ সভাপতি এনামুল আযীম, সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ ফজলুল হক, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সিদ্দিকুর রহমান, সুহৃদের সহ-সভাপতি ওয়াজেদুল হক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাব্বির হোসেন সোহাগ, সহ-সাধারণ সম্পাদক রামিজ আহসান, উপদেষ্টা ও সিনিয়র লেকচারার এম.এ. বাশার, এমসিইটি মেহেরপুর, মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফ রিপোর্টার সাকিব হাসান রুদ্র, সুহৃদের সদস্য মো. আনিসুজ্জামান, মাসুদুল হাসান প্রমুখ।

আ. লীগ নেতা এম এ খালেক দর্শনা ইমিগ্রেশনে গ্রেপ্তার

চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার পথে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গ্রেপ্তার হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এম. এ. খালেক।

বৃহস্পতিবার সকালে ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহের পর গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এ সময় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়। পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এরপর মেহেরপুর থেকে আসা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল তাকে নিয়ে মেহেরপুরের উদ্দেশে রওনা হয়।

এম. এ. খালেকের ছেলে আসিফ রেজা বলেন, ‘আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তার হার্টে ব্লক রয়েছে। বাইপাস সার্জারি করানোর জন্য

তাকে ভারতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ইমিগ্রেশনে তাকে আটকে দেওয়া হয়। আমার জানামতে, আমার বাবার নামে কোনো নিয়মিত মামলা নেই। যে কয়টি মামলা রয়েছে, সেগুলোতে তিনি জামিনে রয়েছেন।’

ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সূত্রে জানা যায়, এম. এ. খালেক চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ভিসায় ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আসেন। এ সময় তার কাগজপত্র যাচাই করতে গিয়ে ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে মেহেরপুরের গাংনীতে তার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এতে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়। পরে গাংনী থানার একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সাব-ইন্সপেক্টর মো. তারিক জানান, এম. এ. খালেকের নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা থাকায় তাদের সন্দেহ হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এম. এ. খালেকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২০২৫ সালের ১৩ এপ্রিল একটি মামলা হয়। গাংনী থানার মামলা নম্বর ১৫। বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর ১৫(৩)/২৫ডি ধারায় করা ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার এম. এ. খালেকের পিতার নাম মোজাহার আলী বিশ্বাস। তার বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী বাজারের থানা রোড এলাকায়। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. জামিনুর রহমান খান বলেন, “দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে আমাদের বিষয়টি জানানো হয়। পরে পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে আসামিকে হেফাজতে নিয়ে মেহেরপুরে নিয়ে আসে।”

সাবেক মেয়র মতুসহ সাত জনকে খালাসের আদেশ কেন অসাংবিধানিক নয়: হাইকোর্ট

রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া সংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের আদেশ কেন অসাংবিধানিক ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট।

এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত মঙ্গলবার এ রুল দেন।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের একাধিক ধারা [৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১ (২) ধারা] এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলায় সাতজনকে খালাস দিয়ে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের দেওয়া আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিটটি করা হয়। রিটটি করেন মোহা. মাহাবুবুর রহমান ওরফে মাহাবুব চান্দু, যিনি বাদী হয়ে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। রিট আবেদনকারী মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বলে রিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

যে প্রেক্ষাপটে রিট ও ট্রাইব্যুনালের আদেশ

রিট থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২৩/২৫(১)(ক)/২৫(১)(গ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫] সাতজনের বিরুদ্ধে খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালে ২০২৩ সালের ২৯ আগস্ট মামলা করেন মাহাবুবুর রহমান। ওই আইনের ২৫(২)/২৯(১) ধারার অধীনে আসামিদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দেন তদন্ত কর্মকর্তা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয় উল্লেখ করে রিটে বলা হয়, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৫৯(২) ধারা অনুযায়ী, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে অনিষ্পন্ন মামলাগুলো এমনভাবে পরিচালিত হবে, যেন ওই আইনটি

(ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন) রহিত করা হয়নি। ২০২৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনাল সাতজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ আমলে নেন।

রিট আবেদনকারীপক্ষ জানায়, বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সাইবার নিরাপত্তা আইন রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারার ভাষ্য, রহিতকরণের আগে ওই আইনের কয়েকটি ধারা [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪] এবং ওই ধারাগুলোতে বর্ণিত অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর অধ্যাদেশে সংশোধনী আনা হয়। তাতে ৫০(৪) উপধারার পর সন্নিবেশিত হয় উপধারা (৪ক)। এই উপধারার ভাষ্য, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারায় [২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১] বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে। এসব বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। ওই ধারাগুলোর অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালের দেওয়া দণ্ড ও জরিমানা বাতিল বলে গণ্য হবে।

রিট আবেদন থেকে জানা যায়, সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর রাষ্ট্রপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৪ক ধারায় ওই মামলাটি (ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মাহাবুবুর রহমানের দায়ের করা) প্রত্যাহারের আবেদন করে। এই আবেদন মঞ্জুর করে ২০২৫ সালের ১৯ জুন আদেশ দেন খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক।

আদেশের ভাষ্য, অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায় নিষ্পন্ন–অনিষ্পন্ন সব মামলার কার্যক্রম বাতিল করা হয়। এ অবস্থায় আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারা, যা পরবর্তী সময়ে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ ধারায়ও উল্লেখ করা হয়। ওই অপরাধে গৃহীত কার্যক্রম ২০২৫ সালের আদেশ অনুযায়ী বাতিলযোগ্য। আসামিদের খালাস দেওয়া হলো।

সাইবার সুরক্ষা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা

২০২৫ সালের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ৫০(৪) ধারা এবং খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে গত মার্চে রিটটি করেন মাহাবুবুর রহমান। এদিকে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত করে বর্তমান সরকারের আমলে গত ১০ এপ্রিল সাইবার সুরক্ষা আইনের গেজেট প্রকাশিত হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ রহিত হওয়ায় সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১
(২) ধারার বৈধতা নিয়ে সম্পূরক আবেদন দাখিল করেন রিট আবেদনকারী। রিট আবেদনটি নিয়ে গতকাল আদালতে শুনানি হয়।

আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জামিলা মমতাজ ও শিহাব উদ্দিন খান।

সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ও সাইবার সুরক্ষা আইনে উল্লেখিত চলমান মামলার কার্যক্রম বাতিল করা সম্পর্কিত বিধানগুলো একই ধরনের বলে জানান আইনজীবী মো. নাজমুল হুদা। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘রহিত হওয়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন–২০১৮ অধীন সাতজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন রিট আবেদনকারী। ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করা হয়। ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনটি রহিত করে ২০২৫ সালের ২১ মে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইন–২০২৩–এর কিছু কিছু ধারা বাতিল ও কিছু কিছু ধারার মামলা চলমান থাকবে বলা হয়। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলোর বিষয়ে বলা হয়নি।’

২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সংশোধনী এনে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চলমান মামলা বাতিলের বিধান যুক্ত করা হয় উল্লেখ করে আইনজীবী নাজমুল হুদা বলেন, অথচ এর আগেই রিট আবেদনকারীর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন ২০২৫ সালের ১৯ জুন মঞ্জুর করে সাতজনকে খালাস দেওয়া হয়। অধ্যাদেশে উল্লেখ নেই, অথচ এর বরাতে চলমান মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ আইনসম্মত নয়। যে কারণে অধ্যাদেশ ও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং মামলা প্রত্যাহার—সাতজনকে খালাসসংক্রান্ত খুলনার সাইবার ট্রাইব্যুনালের ২০২৫ সালের ১৯ জুন দেওয়া আদেশের বৈধতা নিয়ে রিটটি করা হলে আদালত ওই রুল দেন। একই সঙ্গে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ তথা সাইবার সুরক্ষা আইনের ৫০(৪), ৫০(৫) এবং ৫১

(২) ধারা প্রশ্নেও রুল দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: প্রথম আলো

নগদ ২০ হাজার প্রদান ও দেড়মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধের শর্তে জামিন

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার মামলায় তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার নিজ বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে দুপুরে তাদের আদালতে তোলা হলে নগদ ২০ হাজার টাকা প্রদান করে এবং দেড়মাসের মধ্যে পুরো টাকা পরিশোধ করবে বলে লিখিত দিলে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে।

আটক রুবেল শেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন ইমা মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগে গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার নম্বর ৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত আসামিদের আগামী ৬ জুলাই হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেন। পরবর্তীতে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোছা. তানিয়া খাতুন আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামিরা বাদীর কাছে ঋণ চান। সরল বিশ্বাসে বাদী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ২০২৫ সালের ৯ নভেম্বর নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেন। আসামিরা ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। পাশাপাশি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করেন।

পরবর্তীতে নির্ধারিত সময় শেষে চেকটি ব্যাংকে জমা দিলে হিসাবে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় চেকটি ফেরত দেওয়া হয় বলে মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে বাদী পাওনা টাকা চাইলে আসামিরা বিভিন্ন অজুহাতে সময়ক্ষেপণ করেন এবং একপর্যায়ে টাকা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া টাকা চাইতে গেলে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংকের এজিএমদের বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে সোনালী ব্যাংক পিএলসি’র মেহেরপুর শাখায় বিদায়ী অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) মো. আরিফউজ্জামানকে বিদায় এবং নবাগত এজিএম মোহাঃ ওবায়দুর রহমানকে বরণ উপলক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের সোনালী ব্যাংক পিএলসি, মেহেরপুর শাখায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ব্যাংকের এসপিও মোহাম্মদ নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিদায়ী এজিএম মো. আরিফউজ্জামানকে বিদায় এবং নবাগত এজিএম মোহাঃ ওবায়দুর রহমানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এজিএম মো. তহিদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা শাখার সাবেক ম্যানেজার মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা শাখার ম্যানেজার মো. মুরশিদুল আলম ও সাংবাদিক শহিদুল ইসলামসহ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী ও নবাগত এজিএমকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন অতিথিরা।

গাংনীর কামারখালী সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনীতে গলায় দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে টাকা ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, কামারখালী সড়কে ডাকাতির ঘটনায় তারা আতঙ্কিত। ডাকাত সদস্যরা রাস্তায় গাছ ফেলে একটি মাইক্রোবাসের গতিরোধ করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেয়। এর আগেও এ এলাকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। রাতে এ সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যাত্রীদের জন্য পরিস্থিতি নিরাপদ নয় বলে দাবি করেন তারা। এ কারণে পুলিশের টহল আরও জোরদার করার দাবি জানান স্থানীয়রা।

ভুক্তভোগী কামরুল ইসলাম বলেন, “আমরা কুষ্টিয়া থেকে রোগী দেখে মাইক্রোবাসযোগে কামারখালী সড়ক দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এ সময় ডাকাত সদস্যরা রাস্তায় গাছ ফেলে আমাদের গতিরোধ করে। তারা প্রথমে আমাদের ও বাচ্চাদের গলায় হাঁসুয়া ধরে। ডাকাত সদস্যরা বলেন, কথা বললেই জবাই করা হবে। পরে আমাদের কাছে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ সব ছিনিয়ে নেয়। তবে মোবাইল ফোন দিয়ে দেয়। এভাবে যদি রাস্তায় ডাকাতি হতে থাকে, তাহলে মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?”

তিনি আরও বলেন, ডাকাত সদস্যদের কাছে হাঁসুয়া, রামদা ও তলোয়ার ছিল। এ সময় তাদের মুখ বাঁধা ছিল। তার কাছে ২ হাজার ৫০০ টাকা ছিল, অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেটিও নিয়ে নেয় ডাকাতরা।

মো. ইদ্রিস আলী বলেন, “আমরা কুষ্টিয়া থেকে রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পথে কামারখালী সড়কে পৌঁছালে ডাকাত সদস্যরা আমাদের গতিরোধ করে ঘিরে ফেলে। এরপর গাড়ির লাইট বন্ধ করে দেয়। তারা বলে, বেশি নড়াচড়া করলে গাড়ির ভেতর বোমা মেরে দেবে। আমার কাছে ১০ হাজার টাকা ছিল, সেই টাকা নিয়ে নেয়। এরপর মেয়েদের কাছে থাকা স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। পরে গাড়ির চাবি ফেরত দিয়ে বলে, লাইট বন্ধ করে চলে যেতে।”

তিনি জানান, গাড়িতে ১২ থেকে ১৩ জন ছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. ফারুক হোসেন বলেন, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১২টার দিকে কামারখালী সড়কে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। লোকজনের কাছ থেকে টাকা ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ছিনতাই চক্রের সদস্যদের আটক করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডলসহ আটক ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের যৌথ অভিযানে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মোঘল আলী (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮টার দিকে নতুন দরবেশপুর এলাকায় জেলা ট্রাফিক পুলিশ ও বারাদি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল নিয়মিত চেকপোস্ট বসায়। এ সময় চুয়াডাঙ্গার দিক থেকে আসা সন্দেহভাজন মোঘল আলীর দেহ তল্লাশি করে ৩২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটক মোঘল আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মৃত তাহাজউদ্দীনের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা জানান, উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।